খাসজমি দখল করে বাড়ি নিয়ে শোরগোল

বাগডোগরা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অশোকনগরে বুড়িবালাসন নদীর সঙ্গে সংযোগ রয়েছে এমন একটি ঝোরার উপরেই খাসজমি দখল করে বাড়ি তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে শোরগোল পড়লেও শাসকদল তৃণমূলের যুবনেতার মদত থাকায় ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে। যদিও লোয়ার বাগডোগরা অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি প্রশান্ত দত্ত এই অবৈধ দখলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তৃণমূল পরিচালিত লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গৌতম ঘোষও এর বিরোধিতা করেছেন।

অশোকনগরের বুড়িবালাসন নদীর সঙ্গে একটি শাখা নদী এসে যুক্ত হয়েছে। শীতকালে জল কম থাকায় ঝোরার আকার নিলেও বর্ষায় নদীর আকার ধারণ করে। পাশের সেনা ছাউনি এলাকার এবং মাঠের সব জল তখন এই ঝোরা দিয়ে বুড়িবালাসন নদীতে গিয়ে পড়ে। যে মহিলা জমি দখল করে বাড়ি তৈরি করেছেন সেই নমিতা পাল বলেন, 'আমাদের বাড়ি আগে নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে ছিল। এক বছর আগে এখানে সেনাক্যাম্পে শ্রমিকের কাজ করতাম। বাড়িভাড়া করে থাকতাম। বাড়ি ভাড়া দিতে পারতাম না। তখন তৃণমূলের ওই যুবনেতা আমাকে এখানে থাকার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বাড়ি শুরু করার পর দুইবার পুলিশ এসেছিল। থানায় ডেকেছিল। পরে ওই যুব নেতাই মিটিয়ে দেন। এখন তো বসবাস করছি, পরে কী হবে জানি না।' তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি প্রশান্ত দত্ত বলেন, 'আমাদের দলের কেউ যদি নদী বা ঝোরার জমি দখল করে অবৈধভাবে কাউকে থাকার ব্যবস্থা করে তার দায় দল নেবে না। এসব আমরা চলতে দেব না। আইন অনুসারে ব্যবস্থা যা হওয়ার হবে।' লোহার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গৌতম ঘোষ বলেন, 'আমরা এসবের বিরোধী। নদী দখল করে পরপর বাড়িঘর হচ্ছে অথচ কেউ কিছু করছে না। সেচ বিভাগ, বিএলআরও সবাই নীরব।' যার

বাগডোগরা

এই জমি ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক। ছবি ঃ খোকন সাহা

বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই বাগডোগরা অঞ্চল তৃণমূলের যুব সভাপতি নীরেন রায় বলেন, 'আমি কাউকে বসাইনি। ওই পরিবার নিজেরাই ওখানে বসেছে। ওই জায়গা খাস জমি। সেনাবাহিনীর জল যাওয়ার নালা। স্থানীয় লোকজন ওখানে বসায় পুলিশ এসে ভেঙে দেয়। আমরা দেখলাম পরিবারটি খুবই গরিব। অনেকদিন ভাড়াবাড়িতে থাকত। একটা গরিব পরিবার যদি থাকতে পারে অসুবিধা কী। সেই জন্যে বলেছিলাম বসবাস করুক। আমরা টাকা নিয়ে কাউকে বসাইনি।' বিষয়টি সম্পর্কে নকশালবাড়ির বিএলআরও ডি এল ভুটিয়াকে ফোন করলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি।

অনলাইন লটারির ফাঁদে পড়ছেন রায়গঞ্জের খেটে খাওয়া মানুষ

রায়গঞ্জ, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রায়গঞ্জের বিভিন্ন বাজারে সাট্টাবাজদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সাধারণ মানুষ। অভিযোগ, প্রকাশ্য দিনের আলোতেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলছে এদের আনাগোনা। একদিকে বেআইনি অনলাইন লটারি, অন্যদিকে ভিনরাজ্যের লটারির ফাঁদে পড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ। শহরের রাসবিহারী মার্কেট, বন্দর, কলেজপাড়া, দেবীনগর, মোহনবাটি বাজার সহ বেশ কিছু এলাকায় অনলাইন লটারির সঙ্গে সঙ্গে ভিনরাজ্যের লটারির ব্যবসা অবাধে চলছে বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের অভিযোগ, সকাল হলেই বাজারগুলিতে দেখা যায় বুকিরা পেন-কাগজ নিয়ে বেঞ্চে বা গাছের তলায় জায়গা দখল করে বসে। তাদের ঘিরে ধরে শুরু হয় নম্বর বুক করার পালা। হতদরিদ্র মানুষগুলি কাজে না গিয়ে ১০, ৫০ বা তার বেশি টাকায় নম্বর বুক করে রেজাল্টের আশায় সারাদিন কাটিয়ে দেয়। প্রতি ঘণ্টায় এই খেলা হয়। রেজাল্ট আসে বুকিদের মোবাইলে। ১০ টাকা লাগিয়ে ১০০ টাকা পেয়ে গেলে পুরো দিনটাই বেশিরভাগ মানুষ ওই গাছতলাতেই কাটিয়ে দেয়। অনেকে আবার বারবার ব্যর্থ হয়েও শেষ পুঁজিটাও লাগিয়ে দিনের শেষে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। উল্লেখ্য, অনলাইন লটারি বা সাট্টার খেলা হয় বোর্ডে। এই খেলা মূলত নিয়ন্ত্রণ করা হয় কলকাতা, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ দিল্লি থেকে। একটি চক্র এই খেলার পেছনে কাজ করে। তারা বিভিন্ন এলাকায় এই অবৈধ লটারির ব্যবসা চালায়। এক, তিন, চার

সকাল হলেই বাজারগুলিতে দেখা যায় বুকিরা পেন-কাগজ নিয়ে বেঞ্চে বা গাছের তলায় জায়গা দখল করে বসে। তাদের ঘিরে ধরে শুরু হয় নম্বর বুক করার পালা। হতদরিদ্র মানুষগুলি কাজে না গিয়ে ১০, ৫০ বা তার বেশি টাকায় নম্বর বুক করে রেজাল্টের আশায় সারাদিন কাটিয়ে দেয়।

সংখ্যার এই খেলা সারাদিনে যে কতবার হয় তার কোনো হিসাব নেই। এই লটারির টিকিটের মূল্য ১০ টাকা থেকে শুরু হয়। পুরস্কার ১০ বা ২০ হাজারে হয়। ছাপানো লটারির টিকিট যেমন হয় এই খেলার টিকিট তেমন হয় না। বুকিরা লোকের পছন্দমতো নম্বর কাগজে লিখে নেয়। টিকিট অনুযায়ী খেলা শুরু হয়। সাধারণত দেখা যায়, অনলাইনে যে নম্বর থাকে বোর্ডের গুটিতে সেই নম্বর থাকে না। ক্রেতাদের বুক করা নম্বরগুলো বাদ দিয়েই খেলা হয়। ফলে পুরস্কার খুব কম মেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দিনমজুর মানুষজন টাকা পাওয়ার আশায় সারাদিন গাছের তলায় বা চায়ের দোকানে ভিড় করে থাকে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাট্টাবাজদের দৌরাত্ম্যে বাজারে যেতে আসতে সমস্যা হয়। অনেক সময় দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র কেনা সম্ভব হয় না। কারণ এতটাই ভিড় থাকে দোকানে ঢোকা সম্ভব হয় না। আবার অনেকে বাজার করতে এসেও অনলাইনে টিকিট বুক করে।

এ প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ মার্চেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অতনুবন্ধু লাহিড়ি বলেন, 'বেআইনি অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছিল। কারণ, এর ফলে বহু মানুষ সর্বস্বান্ত গিয়েছে। আমরা এই সমস্ত অবৈধ ব্যবসা সমর্থন করি না। আগেও এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আবার এ বিষয়ে রায়গঞ্জ থানার আইসি সুরজ থাপা বলেন, অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান।

পঞ্চায়েত কর আদায় শিবির

ময়নাগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ গত শনিবার ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শুরু হল বিশেষ কর আদায় শিবির। ময়নাগুড়ি শহর এলাকার ৯টি জায়গায় এই শিবিরগুলি চলবে আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। করদাতারা স্বেচ্ছায় এই শিবিরে এসে কর জমা দিতে পারবেন। ইতিমধ্যে শহরের জাগৃতি মোড়, ব্যাংকান্দি জুনিয়ার হাইস্কুল, নিউ ময়নাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন মোড় এবং দুর্গাবাড়ি মোড়ে শিবির বসেছে। এরপর সুভাষনগর মোড়, সিনেমাহল মোড়, বাগজান আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ মোয়ামারি স্পেশাল কেডার স্কুলে এই শিবির বসবে বলে জানা গিয়েছে। ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সজল বিশ্বাস বলেন, 'দৈনন্দিন ব্যস্ততার জন্য অনেকেই অফিসে এসে কর দিতে পারেন না। সেটা বিবেচনা করেই এই কর আদায় শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। কারণ বাসিন্দাদের করের টাকায় আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকি।' এই শিবিরগুলিতে ব্যবসায়ীরা ট্রেড রেজিস্ট্রেশন তৈরি এবং নবীকরণও করাতে পারবেন।

বন্ধ থাকবে পর্যটক প্রবেশ

আজ থেকে গন্ডার শুমারি শুরু গরুমারায়

লাটাগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিষ্ঠা পরীক্ষার মাধ্যমে গন্ডার শুমারি শুরু হচ্ছে গরুমারা অভয়ারণ্যে। মঙ্গলবার ভোর ছ'টা থেকে শুরু হয়ে বুধবার সারাদিন চলবে এই শুমারি। এই প্রথম বিষ্ঠা পরীক্ষার মাধ্যমে গন্ডার শুমারি হবে গরুমারায়। একই সঙ্গে গন্ডার দেখেও চলবে শুমারির কাজ। এর জন্য মঙ্গলবার ও বুধবার গরুমারায় পর্যটক প্রবেশ বন্ধ থাকবে। সোমবার শুমারিতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় বন দপ্তরের তরফে। শুমারির জন্য মোট ৫০টি টিম তৈরি করা হয়েছে। প্রতি টিমে থাকবে তিনজন করে। পাশাপাশি গরুমারার কুনকি হাতিদেরও গণনার কাজে লাগানো হবে।

এর আগে ২০১৫ সালে গরুমারা অভয়ারণ্যে শেষবার গন্ডার শুমারি হয়েছিল। সেই সময় ৪৯টি একশৃঙ্গ গন্ডারের খোঁজ মিলেছিল। সেবার শুধুমাত্র চোখে দেখেই গন্ডার শুমারির কাজ করা হয়েছিল। এবার প্রথমে গন্ডারের বিষ্ঠা সংগ্রহ করা হবে, তারপর তা পরীক্ষা করে গন্ডারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণী বিভাগের বনপাল উজ্জ্বল ঘোষ। তিনি জানান, গন্ডারের সংখ্যা জানার পাশাপাশি বিষ্ঠা থেকে ডিএনএ চিহ্নিত করে গন্ডারটির লিঙ্গ, বংশধারা ও অন্যান্য তথ্যও বের করা হবে। এর ফলে গরুমারা অভয়ারণ্যে গন্ডারের বংশগতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

প্রথমে গন্ডারের বিষ্ঠা সংগ্রহ করা হবে, তারপর তা পরীক্ষা করে গন্ডারের সংখ্যা নির্ধারণ করা হবে। বিষ্ঠা থেকে ডিএনএ চিহ্নিত করে গন্ডারটির লিঙ্গ, বংশধারা ও অন্যান্য তথ্যও বের করা হবে।

শেষবার গন্ডার গণনার পর গরুমারায় চোরাশিকারিদের হাতে একাধিক গন্ডারের মৃত্যু হয়েছে। আবার বেশ কয়েকটি গন্ডার শাবকের জন্মও হয়েছে। তাই গরুমারায় গন্ডারের সংখ্যা বাড়বে বলেই আশা বন দপ্তরের। সোমবার মূর্তি টেন্টে গন্ডার শুমারিতে অংশগ্রহণকারীদের গণনার পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দেন বনপাল উজ্জ্বল ঘোষ, গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও নিশা গোস্বামী, এডিএফও বাদল দেবনাথ, রাজু সরকার প্রমুখ। এদিনই গণনায় অংশগ্রহণকারীদের টিম করে তাদের এলাকায় নিয়োগ করা হয়। গরুমারার পাশাপাশি জলদাপাড়াতেও আগামী ১৫ ও ১৬ ফেব্রুয়ারি গন্ডার শুমারি হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর।

শিকারের সামগ্রী আটক করল বন দপ্তর

বিন্নাগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানে সারাবছরই বিশেষ করে শীতকালে আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবকদের দলবদ্ধভাবে বন্যজন্তু শিকার করতে দেখা যায়। সম্প্রতি এমনই শিকারে মেতেছিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের কিছু স্থানীয় যুবক। বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তেলিপাড়া চা বাগানের একটি অংশ জাল দিয়ে ঘিরে তাঁরা শিকারে নেমে পড়েন। খবর পেয়ে সেখানে যান বন দপ্তরের বিন্নাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ রেঞ্জের আধিকারিক ও কর্মীরা। যদিও বনকর্মীদের দেখেই তাঁরা জাল ফেলে শিকার করা প্রাণীদের নিয়ে পালিয়ে যান। রেঞ্জার অর্ঘ্যদীপ রায় বলেন, 'আমরা খবর পেয়ে সেখানে যাই। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে ধরতে না পারলেও শিকারের কাজে ব্যবহৃত সামগ্রী আটক করা হয়েছে।' তিনি জানান, বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে। নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার-এর আহ্বায়ক সুজিত দাস বলেন, 'প্রায়ই বাগানের ভেতরে থাকা বন্যজন্তুদের জাল পেতে ধাওয়া করে শিকার করে আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবকরা। এতে বন্যপ্রাণের ক্ষতি হয়। সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হলে এ ধরনের প্রবণতা কমবে বলে আশা করা যায়।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **সমরপিতা রায় (মিষ্টু) ঃ** ছয়বছর পার করে 12/02/19-তে সাতে পা দিল। শুভ জন্মদিনের শুভেচ্ছা রইল। – **বাবা – সমীর রায়, মা – রুমা রায়।** পরেশ নগর, ৪৪ নম্বর ওয়ার্ড।

☺ **স্নেহের মাম (শান্তা মাসী) ঃ** তোমার আজ শুভ জন্মদিন। খুব আনন্দ করো ও সবাইকে আনন্দে রেখো। সঙ্গে নিও – আমাদের প্রণাম। তোমার ওঁঙ্কার ও ওঁসমিতা **(ভাগ্না ও ভাগ্নি),** ভারতনগর, শিলিগুড়ি।

জন্মদিন পালন ইনডোরে

শীতলকুচি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পয়লা ফাল্গুন মনীষী পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন প্রতি বছর সাড়ম্বরে পালন করে মনীষী পঞ্চানন বর্মা ট্রাস্ট। কিন্তু এবারে মঙ্গলবার থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। মাইক বাজানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। সেজন্য গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সেবা সংঘের ইনডোর স্টেডিয়ামে মনীষীর জন্মদিন পালন অনুষ্ঠান করা হবে। অনুষ্ঠানের অন্যতম কর্তা তথা গোঁসাইরহাটে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মদন বর্মন বলেন, অন্য বছর মাইক বাজিয়ে খোলা মঞ্চে রায়সাহেবের জন্মদিন পালন করা হয়। এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হওয়ার কারণে প্রশাসনের তরফে মাইক বাজানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তাই এবারের অনুষ্ঠান ইনডোর স্টেডিয়ামে করা হবে।

গাঁজা সহ ধৃত ১

ধূপগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার রাতে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ ডাউকিমারি হাসপাতালপাড়া এলাকা থেকে মনোরঞ্জন সরকার নামে এক ব্যক্তিকে গাঁজা সহ গ্রেফতার করে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তির কাছ থেকে সাড়ে ২৬ কেজি গাঁজা পাওয়া গিয়েছে। ধূপগুড়ি থানার আইসি সুবীর কর্মকার বলেন, 'পুলিশ খবর পেয়ে অভিযান চালিয়েছে। চক্রের সঙ্গে যুক্ত বাকিদের খোঁজ চলছে।'

ডিয়ার DEAR ₹ ৬ সাপ্তাহিক লটারী

হার্দিক অভিনন্দন

Nagaland State Lotteries

ডিয়ার হক ইভিনিং

প্রথম পুরস্কার ₹ 26.06 লাখ

TICKET NO.: 71G 25697

Draw Date : 10.02.2019

সেলার ঃ জীবন কুমার ডার্নাল, বাগডোগরা

● সেলার ঃ জীবন কুমার ডার্নাল, বাগডোগরা ₹ 1,25,000/-

● সাব-স্টকীষ্ট ঃ রামেশ্বর লটারী, বাগডোগরা ₹ 15,000/- ● স্টকীষ্ট ঃ শর্মা ডিস্ট্রীবিউটারস্, শিলিগুড়ি ₹ 10,000/-

ডিয়ার ডে তিস্তা

প্রথম পুরস্কার ₹ 30 লাখ

TICKET NO.: 36E 96977

Draw Date : 11.02.2019

সেলার ঃ ললিত কুমার বর্মণ, কালিপুর-আলিপুরদুয়ার

● সেলার ঃ ললিত কুমার বর্মণ, কালিপুর-আলিপুরদুয়ার ₹ 1,25,000/-

● সাব-স্টকীষ্ট ঃ শ্রী কৃষ্ণ এজেন্সী, সাইনবোর্ড-আলিপুরদুয়ার ₹ 15,000/- ● স্টকীষ্ট ঃ রামকৃষ্ণ এজেন্সী, আলিপুরদুয়ার ₹ 10,000/-

ইনসেন্টিভ স্কীম 11.02.2019 থেকে 17.02.2019 পর্যন্ত

পঞ্চম পুরস্কার বিক্রয়ের উপর (₹ 120/-)

পুরস্কার ₹ 40/- (10 টাকা এক্সট্রা) শর্তাবলী প্রযোজ্য

w.e.f. 28.01.2019

সেলার ইনসেন্টিভ (প্রথম পুরস্কার বিক্রয়ের উপর) (সেলার মানে অন্তিম বিল ধারক)

সেলার ₹ 1,25,000/- | সাব-স্টকীষ্ট ₹ 15,000/- | স্টকীষ্ট ₹ 10,000/-

Scheme given by : FUTURE TRADESOLUTION LLP, West Bengal

এক ফসলা জমি যখন দুই ফসলা হয়
খুবই সহজ তখন বাড়তি টাকা আয়

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নির্দেশে কৃষক বন্ধুদের জন্য একগুচ্ছ উপহার

চাষিদের বাড়তি আর্থিক সংস্থানের কথা মাথায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চাহিদা অনুযায়ী নতুন নতুন ফসল উৎপাদনের কয়েকটি অভিনব উপায় চালু করেছেঃ

- চাহিদা অনুযায়ী ধানের জাত ও নতুন নতুন ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে ডালশস্যের উৎপাদন ২.৫১ গুণ, তৈলবীজের উৎপাদন ১.৬ গুণ, ভুট্টার উৎপাদন ৩.৮ গুণ, মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১.২৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা কৃষকদের কয়েক গুণ বেশী উপার্জনের সুযোগ করে দিচ্ছে।
- রাজ্যে আমন ধান চাষের পর প্রায় ১৩ লক্ষ হেক্টর জমি পতিত হিসাবে পড়ে থাকে, এই সব এলাকায় মাটিতে সঞ্চিত রসকে সুষ্ঠু ব্যবহার করে এক ফসলী জমিকে দু ফসলী জমিতে রূপান্তরিত করা হচ্ছে এবং দ্বিতীয় ফসল হিসাবে রবি মরসুমে ডালশস্য, তৈলবীজ উৎপাদন হচ্ছে।
- সম্প্রসারিত করা হচ্ছে নতুন চাষের এলাকা। যার ফলে ফসল আমদানির উপর নির্ভরতা কমছে এবং দেশীয় উৎপাদনেই চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে রোজগার বাড়ছে বাংলার কৃষক পরিবারগুলির।

কৃষি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

...ICA-348(9)/2019...